সমকাল

তারিখ ..24-JUN-2012...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...২......

জাবিতে টেন্ডার ছাড়াই কাজ করছে প্রকৌশল অফিস

■ আরিফুল নেহাল, *জাবি*

টেন্ডার আহ্বান ছাড়াই কোটি কোটি টাকার কাজ করছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) প্রকৌশল অফিস। গত এক বছরে প্রায় ২ কোটি টাকার কাজ করলেও কোনো টেন্ডার আহ্বান করা হয়নি। সর্বশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজিলাতুন্নেছা হলের সংস্কার কাজে কোনো প্রকার টেন্ডার ছাড়াই ২১ লাখ টাকার কাজের অনুমতি দেয় প্রকৌশল অফিস। ফলে ভালো ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে কি-না সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বিশমাইল এলাকায় কেন্দ্রীয় গ্যারেজ করার অনুমতি পায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলী অফিস। এতে ব্যয় দেখানো হয় প্রায় ৪০ লাখ টাকা। এ কাজের কোনো উন্মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করেনি প্রকৌশল অফিস। এ ছাড়া দুই কিস্তিতে শিক্ষকদের আবাসিক বাসা (প্রথম শ্রেণি) মেরামত বাবদ প্রায় ৫৫ লাখ টাকার কাজের অনুমতি পায় প্রকৌশলী অফিস। এ কাজেও কোনো টেন্ডার আহ্বান করা হয়নি। প্রায় এক যুগ ধরে এসব বাসার মেরামত এবং স্যানিটারি মালপত্র সরবরাহ করেন মেসার্স সাকিব ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। জানা গেছে, এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কাজে শেয়ার আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী আবদুস সালাম মো. শরীফের।

এ ছাড়া প্রীতিলতা হলের মেরামত কাজ বাবদ ৬ লাখ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রাস্তা মেরামত বাবদ ৭ লাখ, ভিসির বাসা মেরামত বাবদ ৭ লাখ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলের রাস্তার কাজ বাবদ ২৯ লাখ, বঙ্গমাতা হলের রাস্তা মেরামত বাবদ ১২ লাখ এবং ফজিলাতুন্নেছা হলের সংস্কার বাবদ ২১ লাখ টাকার অনুমতি পায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অফিস। এসব কাজের কোনো উন্মুক্ত টেন্ডার হয়নি। বরং সরাসরি কাজ দিয়ে পরে কাগজে-কলমে অভ্যন্তরীণ টেন্ডার দেখান প্রধান প্রকৌশলী।

প্রকৌশলী অফিসের এক কর্মকর্তা জানান, অধিকাংশ কাজের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম মানা হয়নি। এ ক্ষেত্রে প্রধান প্রকৌশলী দায় এড়াতে পারেন না।

অভিযোগ আছে, কাজ পাইয়ে দিয়ে প্রধান প্রকৌশলী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়ে থাকেন। দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক এ প্রতিবেদকের কাছে বিষয়টি স্বীকার করেন। তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, পার্সেন্টেজ না দিলে আমরা কাজ পাই না।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব পাওয়ার পরই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন আবদুস সালাম মো. শরীফ। প্রতিটি কাজ থেকেই তিনি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পেয়ে থাকেন বলে অভিযোগ আছে। যারা বেশি অর্থ দিতে পারে, তাদেরই মূলত কাজ দেন তিনি। যদিও তিনি এই আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

প্রধান প্রকৌশলী আবদুস সালাম মো. শরীফ বলেন, যে প্রতিষ্ঠান ভালো কাজ পারে, তাদেরই কাজ দেওয়া হয়। এ ছাড়া অনেক সময় বিভিন্ন প্রভাবশালীর চাপের কারণে কাজ দেওয়া লাগে। অন্যথায় তারা আমাকে ঝামেলায় ফেলবে। আবার বিভিন্ন হলের কাজ পেতে ঠিকাদাররা ছাত্রনেতাদের ম্যানেজ করে। পরে ওই ঠিকাদারকে কাজ না দিলে ছাত্রনেতারা হলে কাজ করতে দেয় না। অভ্যন্তরীণ টেন্ডারে বিষয়ে তিনি বলেন, এই আইনের মধ্যে অনেক ফাঁকফোকর আছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক বলেন, সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকার কাজ অভ্যন্তরীণ টেন্ডারে হতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত আমার কাছে কোনো অনিয়মের অভিযোগ নেই। কেউ অভিযোগ করলে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হবে।